# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি নাজিম উদ্দিন (৪৩), জামজামি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সদস্য টুটুল আলী (২৬), কুমারী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আইনাল (৪৭) এবং কামালপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে নাজমুল হক (৩৭)। পুলিশ জানায়, নাজিম উদ্দিন ও টুটুল আলী আলমডাঙ্গা থানায় করা একটি মামলার তদন্তে পাওয়া আসামি। তাঁদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া আইনালকে ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, নাজমুল হক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাঁকেও নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থানা-পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গ্রেপ্তার চারজনকে বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনগত কার্যক্রম চলছে।

দর্শনায় পুলিশের ওপর হামলা করে হ্যান্ডকাফসহ পালাল আ.লীগ নেতা, আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন চণ্ডীপুর এলাকায় পুলিশের হেফাজত থেকে হ্যান্ডকাফসহ এক পলাতক আসামি পালিয়ে গেছেন। বুধবার রাত ৯টার দিকে চণ্ডীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামির নাম আবু ছিদ্দিক (৫৫)। তিনি কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি, স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং চণ্ডীপুর বাজারপাড়া গ্রামের মৃত উম্বাত আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি পুরোনো মামলায়

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুরোনো মামলার পলাতক আসামি আবু ছিদ্দিককে গ্রেপ্তার করতে বুধবার রাতে দর্শনা থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল চণ্ডীপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে পুলিশ তাকে আটক করে হ্যান্ডকাফ পরায়। এ সময় তার স্বজন ও অনুসারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এই সুযোগে আবু ছিদ্দিক হ্যান্ডকাফসহ দৌড়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়দের হামলায় পুলিশের দুজন সদস্য আহত হয়েছেন।

ঘটনার পর পরই আসামি আবু ছিদ্দিককে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো জেলাজুড়ে বিশেষ তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এদিকে পুলিশের কাজে বাধা প্রদান ও হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নারীসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন—চণ্ডীপুর হালদারপাড়ার রবি হালদারের ছেলে লক্ষ্মণ, সেলিমের ছেলে ফিরোজ, সঞ্চয়ের স্ত্রী কণা এবং সনজিতের স্ত্রী সোনালী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নুরুল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবু ছিদ্দিককে আটক করতে গেলে তার পরিবারের সদস্য ও অনুসারীরা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়। এতে আমাদের দুজন পুলিশ সদস্য আহত হন। আসামিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) মো. মুখলেসুর রহমান জানান, পুলিশের হেফাজত থেকে আসামি পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে এবং কারা সরাসরি ইন্ধন দিয়েছে তা খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ফলেহার হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার রামনগর গ্রামের মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে। তিনি দর্শনা পৌর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

গ্রেফতার অন্যরা হলেন—মো. ঝন্টু (৪৭), লিটন (৩৮), মোতালেব হোসেন (৪০), লিমন ওরফে আলফাজ (৪৫) ও শাওন ইসলাম (২২)।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মোখলেসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে দর্শনা থানা এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা একটি মশাল মিছিল বের করেন। এ ঘটনায় সরকারবিরোধী মিছিল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে মামলা করা হয়। ওই মামলায় ফলেহার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া পৃথক অভিযানে পাঁচজন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে। সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভারতে যাওয়ার পথে দর্শনা ইমিগ্রেশনে গোদাগাড়ী পৌর আ.লীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. নাসিমুল ইসলামকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন পুলিশ।

রোববার বেলা ১১টার দিকে তাকে আটক করা হয়। তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ভগবন্তপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাসিমুল ইসলামের বিরুদ্ধে গোদাগাড়ী মডেল থানায় একটি মামলা রয়েছে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) তুহিন মিয়া জানান, গোদাগাড়ী থানা পুলিশের অধিযাচনের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়। ২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর করা ওই মামলায় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় হত্যাচেষ্টা, বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের মিছিলের ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৫২ জনের নামে মামলা, গ্রেপ্তার-৫

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। মামলায় ৫২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ১২০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মুজাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে এমামলাটি দায়ের করেন। মামলায় শেখ হাসিনাকে ১নং আসামী করে জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোটচাঁদপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিলের ঘটনায় আলামত জব্দের পর এসআই মুজাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেন। মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ জানায়, ২১ সেপ্টেম্বর ভোরে কোটচাঁদপুর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় কালীগঞ্জ-জীবননগর সড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে আটটি লাঠি জব্দ করা হয়। এগুলো মামলার আলামত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে কোটচাঁদপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহিনসহ ১৫ থেকে ২০ জনকে ব্যানার নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে। শেখ হাসিনাকে আসামী করার ব্যপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তার নির্দেশে এসব হচ্ছে তাই তাকে আসামী করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা সভাপতি ওয়াজ্জেল হোসেন গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ওয়াজ্জেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার যশোরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ওয়াজ্জেল হোসেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।